গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়

লাকসাম, কুমিল্লা।

" শেখ হাসিনার বাংলা
নারী পুরুষ সমতা"

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মূলস্রোত ধারায় নারী উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে।

চলমান কার্যক্রম সমূহ

- দুস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কার্মসূচীর অধীনে ২০২১-২০২২ চক্রে ০৮ টি ইউনিয়নে ১৫৮৩ জন দুস্থ দরিদ্র মহিলাকে মাসিক ৩০ কেজি চাল/ গম খাদ্য সহায়তা প্রদান ও মাসিক ২০০ টাকা হারে স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সঞ্চয় জমা প্রদানে ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতেকরে এনজিও কর্তৃক প্রদত্ত জীবন দক্ষতা ও আয় বর্ধক কর্মসূচীর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়ে জীবন মান উন্নত করতে সক্ষম হয়।
- দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচীর আওতায় ০৮ টি ইউনিয়নে বর্তমানে ৯৭৬ জন মা'কে ০৩ বছর মেয়াদে মাসিক ৮০০/- হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এনজিও কর্তৃক মা ও শিশুর খাদ্য, পুষ্টি ও সাম্প্রতিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- লাকসাম পৌরসভায় কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচীর আওতায় বর্তমানে ৪৫০ জন মা'কে ০৩ বছর মেয়াদে মাসিক ৮০০/- হারে ভাতা প্রদানের পাশাপাশি এনজিও কর্তৃক গর্ভবতী মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- নারী উদ্যোক্তা তৈরীর লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে আয়বর্ধক কর্মসূচীর (আইজিএ) অধীনে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর হতে অদ্যাবধি বিউটিফিকেশন ট্রেডে ৩০০ জন এবং ট্রেইলারিং ও ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেডে ৩০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতি বছর ০২টি ট্রেডে ০৩ মাস মেয়াদী ০৪ টি ব্যাচে ২০০ জন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহনের পাশাপাশি ভাতা পেয়ে থাকেন, যা তাদের উদ্যোক্তা তৈরীর পথ সুগম করে।
- লাকসাম উপজেলায় ৩২০ জন মহিলা আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্যক্ষুদ্র ঋণকর্ম সূচীর আওতায় এসে স্বাবলম্বী হয়েছেন ।
- লাকসাম উপজেলায় ০৮ টি ইউনিয়নে ১৪টি নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি রয়েছে। বর্তমানে সক্রিয় ১১ টি সমিতির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত সমিতি সমূহ কে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক ও প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে শুরু হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত ১০,৮৬,১৩০/- টাকা সাধারন অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- লাকসাম উপজেলায় ০১ টি পৌরসভা ও ০৭ টি ইউনিয়নে মোট ০৮ টি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত ক্লাবের মাধ্যমে ১০ হতে ১৯ বছর বয়সী কিশোর- কিশোরীদের জেন্ডার সচেতনতা সহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহনে উৎসাহিত করা হয়, যাতে সুস্থ ধারার নৈতিক ও মানসিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় ভাবে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে অবহেলিত ও নির্যাতিত নারীদের আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। মহামান্য আদালত হতে প্রাপ্ত মামলার সরেজমিন তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে নারীদের সুবিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করন সভা ও জনসচেতনতামূলক প্রচারনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী দিবস সমূহ যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপন করা হয়।